তারিখ 02 JAN 1988 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম 2 ... ...
১৭ই পৌষ ১৩৯৪ বাং

দৈনিক বাংলা

ভর্তি সমস্যা সম্পর্কে ৩ জন প্রধান শিক্ষক

স্কুলের সংখ্যা ও শিক্ষার মান বাড়াতে হবে

।।খায়রুল আনোয়ার।।

রাজধানীতে ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন এলাকা-ভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। প্রয়োজন অবহেলিত স্কুলগুলোর পরিবেশ ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী সকল স্কুলে লেখা-পড়া ও পরিচালনার মান সমান পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এ অভিমত রাজধানীর তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের। স্কুলে ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক পৃথক সাক্ষাৎকারে তাঁরা নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছেন।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ জনাব গিয়াস-উদ্দিন হায়দার চৌধুরী, ভিকা-রুননেসা গার্লস হাইস্কুলের অধ্যক্ষা মিসেস হামিদা আলী ও সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব নূরুল হক ভুঁইয়া মহানগরীর স্কুলে ছাত্র ভর্তি সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, শহরে যেমন ভাল স্কুলের সংখ্যা কম তেমনি ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে স্কুলের সংখ্যাও বাড়েনি।

মডেল কলেজের অধ্যক্ষ বলেন যে ভাল শিক্ষক নিয়োগ, মান-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মান বাড়াতে হবে

(১ম পৃঃ পর)

সম্মত শিক্ষা প্রদান, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা কম-নামী বা অনামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিভাবকদের কাছে নির্ভরযোগ্য করে তুলতে হবে। শিক্ষার মান সমান নয় বলে অধিকাংশ অভিভাবক বিশেষ কয়েকটি স্কুলের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। জনাব গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী বলেন, অনেক অভিভাবকের এক ধরনের ক্রেজ থাকে সন্তানকে নামী বা বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর। ফলে সেখানে ভিড় উপচে পড়ে। এক্ষেত্রে অবহেলিত বা কম সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত স্কুলগুলোর পরিবেশ ও পড়াশোনার মান বাড়িয়ে অভিভাবকদের আস্থা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্যে ভিকারুননেসা গার্লস হাই-স্কুলের অধ্যক্ষা মিসেস হামিদা আলী এলাকা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন যদি এলাকাভিত্তিতে শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানকে আপ-গ্রেড বা উন্নতমানের করা যায় তাহলে অভিভাবকরা আর মাত্র বিশেষ কয়েকটি স্কুলে ভিড় করবেন না। শিক্ষার সুযোগ বেশি বা রেজাল্ট ভাল করার জন্যে কয়েকটি স্কুল ছাত্র ও অভি-ভাবকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে থাকে। তবে ছাত্রছাত্রী সংখ্যার তুলনায় রাজধানীতে স্কুলের সংখ্যা কম বলে তিনি মনে করেন।

সরকারী ল্যাবরেটরী হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব নূরুল হক ভুঁইয়াও এলাকাভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তবে তিনি মনে করেন যে জন-সংখ্যা বা ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনু-পাতে শহরে স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি। তিনি বলেন, সব স্কুলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও সমান নয়। বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের মাঝেও তারতম্য রয়েছে। এ জন্যে ভর্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজন শহরের ছোট-বড় বা নামী-অনামী সব-গুলো স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন।

ছাত্র ভর্তি সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে উল্লিখিত শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠান তিনটির, প্রধানগণ অভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন, ভর্তি সমস্যা রাজধানীতে একটি পুরনো সমস্যা। তবে যতই দিন যাচ্ছে ততই সমস্যা রীতিমত সংকটে পরিণত হচ্ছে। কোন কোন স্কুলে সীট সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরও সমস্যা এতটুকু কমেনি। এ প্রসঙ্গে তাঁরা তিনজনই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলে-ছেনঃ সমস্যার তীব্রতার কারণে অনেক অভিভাবক সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্যে বিভিন্নভাবে তদবির করেন, প্রভাবশালী ব্যক্তি-দের দিয়ে চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ ব্যাপারে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের হুমকিও প্রদান করা হয় বলে তাঁরা জানান। তাঁরা আরও বলেছেন, "অভিভাবকদের অস-হায় অবস্থা আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু এ পর্বত-প্রমাণ সমস্যার সামনে আমাদের নিজে-দেরকেই অসহায় মনে হয়। সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে সামগ্রিকভাবে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।"